প্রকাশনা সংখ্যাঃ ১১৪
অনুক্রমঃ ১০

সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালের উৎপাদনশীলতার নৈপুণ্যতার প্রবণতা

মে, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন(এনপিও)
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা- ১০০০ ।
Website: www.npo.gov.bd

মুখবন্ধ

মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই । মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। জনগণকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানো সম্ভব। শিক্ষিত জনগণ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে সীমিত সম্পদের মধ্য থেকে শিক্ষার মান উন্নত ও সার্বজনীন করার জন্য প্রয়োজন এক্ষেত্রে ব্যয়িত সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যবহার করা। সম্পদের উৎপাদনশীল ব্যবহার না হলে শিক্ষার ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। ফলে অনেক মেধাবীরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে আমাদের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষা খাতে বিভিন্ন উপকরণাদির পেছনে ব্যয়িত অর্থ সন্তোষজনকভাবে ব্যবহার করতে হবে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা সহজলভ্য হবে এবং মেধাবীরা অধিক হারে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন নির্ণায়কের সাহায্যে ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মাধ্যমিক পর্যায়ের ২০১৪ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয় ভিত্তিক গড় নৈপুন্যতা এবং বিদ্যালয় সমূহের গড় নৈপুন্যতার প্রবণতা পরিমাপ এবং পাশের হার তুলনা করা হয়েছে।

যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথ্য সরবরাহপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুতে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা । আশা করি বিভিন্ন নির্ণায়কের আলোকে এ প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফল এবং বিশ্লেষণ হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, উৎসাহী পাঠক পাঠিকা ও গবেষকদের সৃষ্টিধর্মী মূল্যবোধকে জাগ্রত করতে সমর্থ হবে । প্রতিবেদনের ভবিষ্যৎ মান উন্নয়নে গঠনমূলক মতামত ও মূল্যবান সুপারিশ সাদরে গ্রহণ করা হবে ।

এস. এম. আশরাফুজ্জামান
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

প্রতিবেদনে যারা কাজ করেছেন

১।	জনাব এটিএম মোজাম্মেল হক উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা	:	সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন
২।	সুরাইয়া সাবরিনা গবেষণা কর্মকর্তা	:	পরিকল্পনা, গঠনপ্রণালী, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ।
৩।	জনাব মোঃ রিপন মিয়া পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী	:	তথ্য সংগ্রহ , তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ।
৪।	জনাব মোঃ কবির আহামদ সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	:	কম্পিউটার কম্পোজ

প্রতিবেদনে ব্যবহৃত নির্ণায়ক ও সূত্রাবলী

১। আবর্তক ব্যয় : বিদ্যালয় পরিচালনা ও প্রশাসনিক ব্যয়, যথাঃ শিক্ষক/শিক্ষিকার বেতন ও ভাতাদি, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি, ভ্রমণ ভাতা, ষ্টেশনারী, যানবাহন, ঘর ভাড়া, জ্বালানী, খেলধূলা/বিনোদন, টিফিন, মেরামত, টেলিফোন ডাকমাশুল, আসবাবপত্র ও বিবিধ ।

২। প্রবণতা $= \frac{\text{বর্তমান বছর}}{\text{ভিত্তি বছর}} \times ১০০$

৩। নৈপুণ্যতার নির্ণায়ক

(ক) $\frac{\text{মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা}}{\text{শিক্ষকের সংখ্যা}}$ = শিক্ষক প্রতি ছাত্র ছাত্রীর হার

(খ) $\frac{\text{বার্ষিক পরীক্ষায় ছাত্র ছাত্রীর পাসের সংখ্যা} \times ১০০}{\text{অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা}}$ = বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীর হার

(গ) $\frac{\text{এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্র ছাত্রীর পাসের সংখ্যা} \times ১০০}{\text{অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা}}$ = এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্র ছাত্রীর পাসের হার

(ঘ) $\frac{\text{এসএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা} \times ১০০}{\text{অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা}}$ = A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর হার

(ঙ) $\frac{\text{এসএসসি পরীক্ষায় A এবং A- গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা}}{\text{অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা}} \times ১০০$ = গ্রেড A এবং A- প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর হার

(চ) $\frac{\text{মোট আয়}}{\text{মোট জনশক্তি}}$ = জনপ্রতি আয়

(ছ) $\frac{\text{মোট আয়}}{\text{ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা}}$ = ছাত্র ছাত্রী প্রতি আয়

(জ) $\frac{\text{আবর্তক ব্যয়}}{\text{মোট জনশক্তি}}$ = জনপ্রতি আবর্তক ব্যয়

(ঝ) $\frac{\text{আবর্তক ব্যয়}}{\text{ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা}}$ = ছাত্র ছাত্রী প্রতি আবর্তক ব্যয়

(ঞ) $\frac{\text{বেতন}}{\text{মোট জনশক্তি}}$ = জনপ্রতি বেতন

সূচী পত্র

			পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	...	১
২।	সমীক্ষা পদ্ধতি	...	১
৩।	উদ্দেশ্যাবলী	...	১
৪।	সংক্ষিপ্ত সারাংশ	...	২-৫
৫।	সুপারিশ	...	৫
৬।	প্রতিষ্ঠান পরিচিতি	...	৬-১৯
৭।	শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর হার (সারণী - ১)	...	২০
৮।	বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর হার (সারণী - ২)	...	২১
৯।	পি ই সি পরীক্ষায় পাশের হার (সারণী - ৩)	...	২২
১০।	পি ই সি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর পাশের হার (সারণী -৪)	...	২৩
১১।	পি ই সি পরীক্ষায় A ও A- প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর পাশের হার (সারণী -৫)	...	২৪
৯।	জে এস সি পরীক্ষায় পাশের হার (সারণী - ৬)	...	২৫
১০।	জে এস সি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর পাশের হার (সারণী -৭)	...	২৬
১১।	জে এস সি পরীক্ষায় A ও A- প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর পাশের হার (সারণী -৮)	...	২৭
৯।	এস এস সি পরীক্ষায় পাশের হার (সারণী - ৯)	...	২৮
১০।	এস এস সি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর পাশের হার (সারণী -১০)	...	২৯
১১।	এস এস সি পরীক্ষায় A ও A- প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর পাশের হার (সারণী -১১)	...	৩০
১৫।	জন প্রতি আয় (সারণী - ১২)	...	৩১
১৬।	ছাত্র-ছাত্রী প্রতি আয় (সারণী -১৩)	...	৩২
১৭।	জন প্রতি আবর্তক ব্যয় (সারণী - ১৪)	...	৩৩
১৮।	ছাত্র-ছাত্রী প্রতি আবর্তক ব্যয় (সারণী - ১৫)	...	৩৪
১৯।	জন প্রতি বেতন (সারণী - ১৬)	...	৩৫
২০।	জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)	...	৩৬-৩৭
২১।	জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটি	...	৩৮
২২।	সেবা খাতের উপদেষ্টা কমিটি	...	৩৯
২৩।	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	...	৪০
২৩।	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পেশাজীবি ব্যক্তিবর্গ	...	৪১

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল দেশ। অধিক জনসংখ্যার জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর অন্যতম কাজ হচ্ছে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কারনে আমরা আমাদের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিনত করতে পারছি না। দক্ষ জনসম্পদের অভাবে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আমরা উন্নত বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করতে ব্যর্থ হচ্ছি। বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করার জন্য ইতোমধ্যে সরকার ভিশন-২০২১ ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা অনুযায়ী বর্তমান সরকার ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ এমন এক বাংলাদেশ গড়তে চায় যেখানে সম্ভাব্য উচ্চতম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি দারিদ্রের লজ্জা ঘুচিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরন নিশ্চিত করবে। আসলে সমগ্র জাতির উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। এটা বাস্তবায়ন করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন জনগণকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও জনগণের মাথাপিছু আয় কম হওয়ার কারনে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। এ সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ রয়েছে তার উৎপাদনশীল ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর উৎপাদনশীল করা সম্ভব হলে সকলেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। আর এজন্য প্রয়োজন শিক্ষা খাতের সার্বিক নৈর্পুণ্যতা নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিমান করে এর গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা। প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ফলাফলের দুর্বলতার দিকসমূহ বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অধিকতর উৎপাদনশীল করে তোলা সম্ভব হবে। ফলে সবাই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে।

সমীক্ষা পদ্ধতিঃ

সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নৈপুণ্যতা প্রবণতা পরিমাপ বিষয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিকভাবে ডাকযোগে ৫০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হয় । যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রশ্নমালা পাওয়া যায়নি সেখানে তাগিদ পত্র দেওয়া হয় । পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় । এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে ১৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে পূরণকৃত প্রশ্নমালা ফেরত পাওয়া যায় । উক্ত ১৪ টি প্রশ্নমালায় সন্নিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে ।

উদ্দেশ্যাবলীঃ

(ক) প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কাম্য অনুপাতে আছে কিনা বিশ্লেষণ করা;
(খ) বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রী অনুপাতে পাশের হার বিশ্লেষণ করা;
(গ) প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত জনশক্তি প্রতি আয় বিশ্লেষণ করা;
(ঘ) প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রী প্রতি আয় বিশ্লেষণ করা;
(ঙ) প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত জনশক্তির জনপ্রতি ব্যয় বিশ্লেষণ করা;
(চ) ছাত্র-ছাত্রী প্রতি আবর্তক ব্যয় বিশ্লেষণ করা; এবং
(ছ) প্রতিষ্ঠানের নিয়োজিত জনশক্তির জনপ্রতি বেতন বিশ্লেষণ করা ।

সংক্ষিপ্ত সারাংশঃ

আলোচ্য প্রতিবেদনে ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২০১৪ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর হার, বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর হার, এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর পাশের হার, এসএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হার, এসএসসি পরীক্ষায় A এবং A- গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হার, জনপ্রতি আয়, ছাত্র-ছাত্রী প্রতি আয়, জনপ্রতি আবর্তক ব্যয়, ছাত্র-ছাত্রী প্রতি আবর্তক ব্যয় ও জনপ্রতি বেতন বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও দুর্বলতার দিকসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রতিবেদনাধীন সময়ে শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা, বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা, এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীর গড় পাশের প্রবণতা, এসএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা, এসএসসি পরীক্ষায় A এবং A- গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা, জন প্রতি গড় আয় প্রবণতা, ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আয় প্রবণতা, জনপ্রতি গড় আবর্তক ব্যয় প্রবণতা, ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আবর্তক ব্যয় প্রবণতা সারাংশ সারণী ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

ক) ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা তুলনা করলে দেখা যায় যে, গড় প্রবণতা ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ এবং ২০১৬ উভয় সালে হ্রাস পেয়েছে ।

প্রতিবেদনাধীন সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা (ভিত্তি বছর ২০১৪=১০০)		
বছর	শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর গড় হার	শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা
২০১৪	৩২.৮৩	১০০.০০
২০১৫	৩২.৩৪	৯৮.৫১
২০১৬	৩২.৬৫	৯৯.৪৫

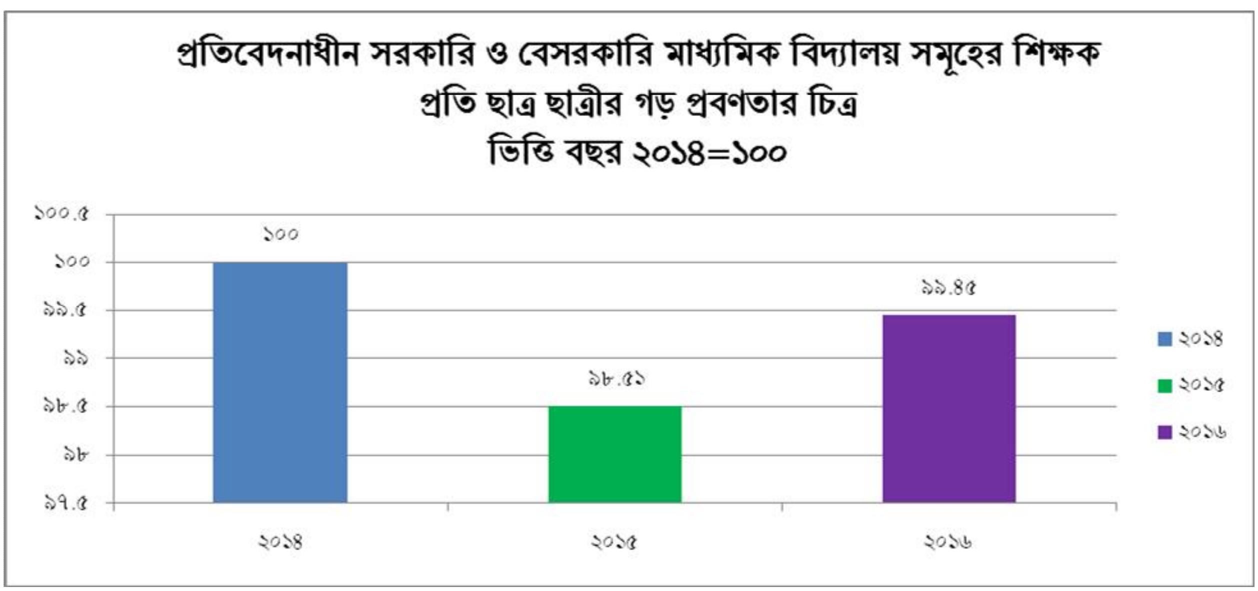

খ) প্রতিবেদনাধীন ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা তুলনা করলে দেখা যায় যে, উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ ও ২০১৬ সালে হ্রাস পেয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা (ভিত্তি বছর ২০১৪=১০০)		
বছর	বার্ষিক পরীক্ষায় গড় পাশের হার	বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা
২০১৪	৯৯.৫৫	১০০
২০১৫	৯৯.৪৩	৯৯.৮৮
২০১৬	৯৯.২২	৯৯.৬৭

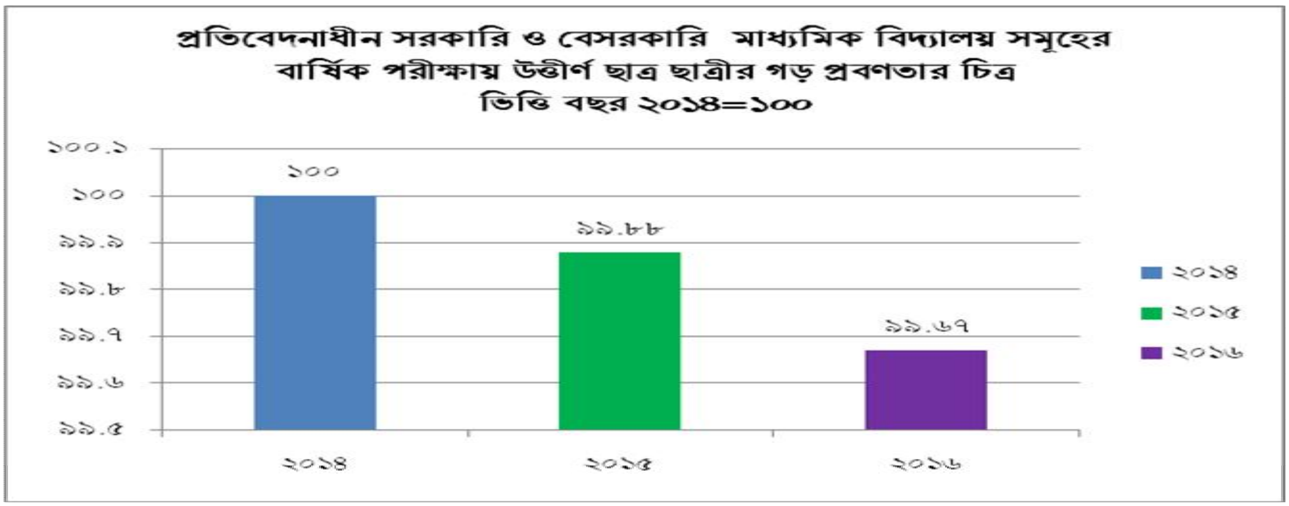

গ) প্রতিবেদনাধীন ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের পিইসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা তুলনা করলে দেখা যায় যে, গড় প্রবণতা ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে । জেএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা তুলনা করলে দেখা যায় যে, গড় প্রবণতা ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ ও ২০১৬ উভয় সালে বৃদ্ধি পেয়েছে । এসএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা তুলনা করলে দেখা যায় যে, গড় প্রবণতা ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ ও ২০১৬ উভয় সালে হ্রাস পেয়েছে ।

প্রতিবেদনাধীন সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা (ভিত্তি বছর ২০১৪=১০০)						
বছর	পিইসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড়	পিইসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা	জেএসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড়	জেএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা	এইচএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড়	এইচএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর গড় প্রবণতা
২০১৪	৮৫.৫৯	১০০	৭০.৯৪	১০০	৭৩.২২	১০০
২০১৫	৮২.১১	৯৫.৯৩	৭৫.২৯	১০৬.১৩	৬৩.৫২	৮৬.৭৫
২০১৬	৮৫.৭২	১০০.১৫	৭৭.১৬	১০৮.৭৭	৬১.১৪	৮৩.৫০

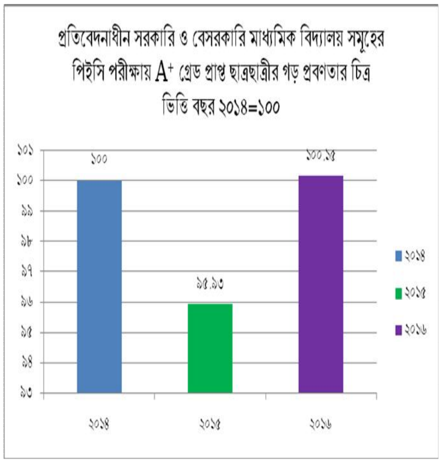

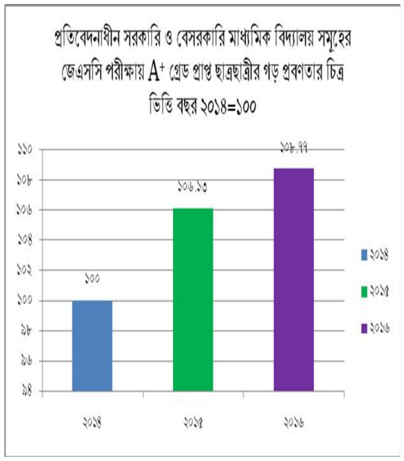

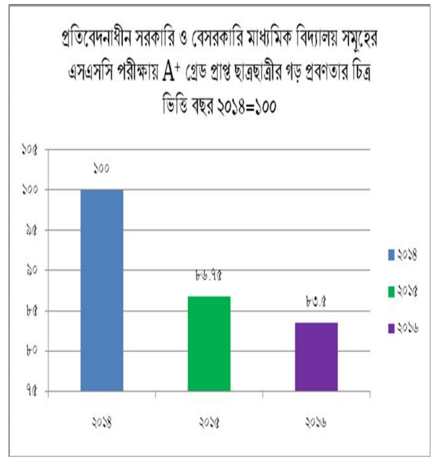

ঘ) প্রতিবেদনাধীন ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন প্রতি গড় আয়ের প্রবণতা ও ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আয়ের প্রবণতা তুলনা করলে দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রে গড় আয় প্রবণতা ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ ও ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ।

প্রতিবেদনাধীন সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমূহের জন প্রতি গড় আয়ের প্রবণতা ও ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আয়ের প্রবণতা ভিত্তি বছর ২০১৪=১০০				
বছর	জন প্রতি গড় আয়	জন প্রতি গড় আয়ের প্রবণতা	ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আয়	ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আয়ের প্রবণতা
২০১৪	২.৮২০	১০০	০.১১৯	১০০
২০১৫	২.৯১২	১০৩.২৬	০.১১৯	১০০
২০১৬	৩.৪৪৯	১২২.৩০	০.১৩৪	১১২.৬১

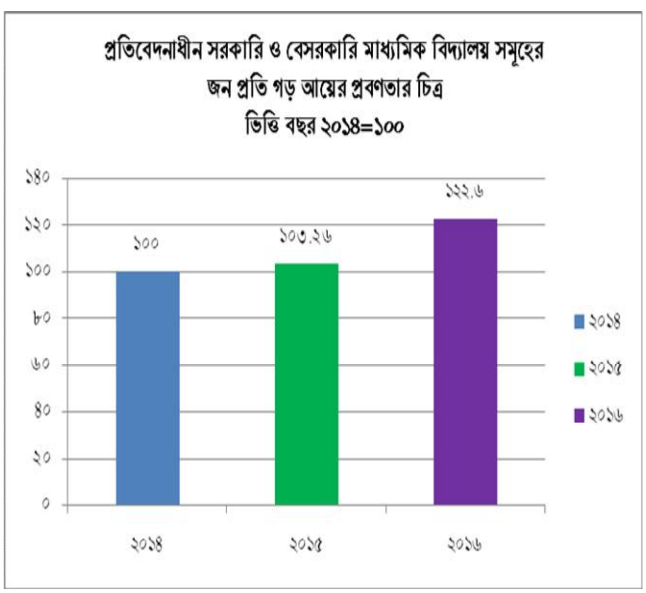

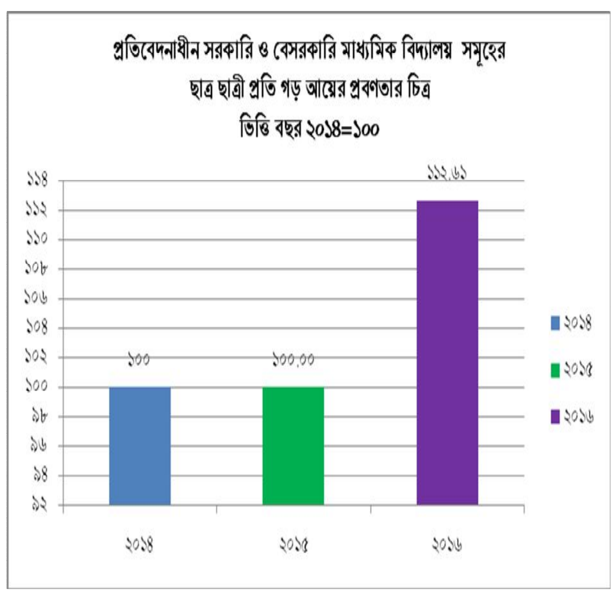

৬) প্রতিবেদনাধীন ১৪ টি সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন প্রতি গড় আবর্তক ব্যয়ের প্রবণতা এবং ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আবর্তক ব্যয়ের প্রবণতা তুলনা করলে দেখা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রে আবর্তক ব্যয়ের প্রবণতা ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৪ ও ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিবেদনাধীন সরকারি ও বেসরকারি কলেজ সমূহের জন প্রতি গড় আবর্তক ব্যয়ের প্রবণতা ও ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আবর্তক ব্যয়ের প্রবণতা ভিত্তি বছর ২০১৩=১০০				
বছর	জন প্রতি গড় আবর্তক ব্যয়	জন প্রতি গড় আবর্তক ব্যয়ের প্রবণতা	ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আবর্তক ব্যয়	ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আবর্তক ব্যয়ের প্রবণতা
২০১৪	৩.৮৭	১০০	০.১৫৯	১০০
২০১৫	৪.১৩	১০৬.৭২	০.১৭০	১০৬.৯২
২০১৬	৫.৫৫	১৪৩.৪১	০.২১৬	১৩৫.৮৫

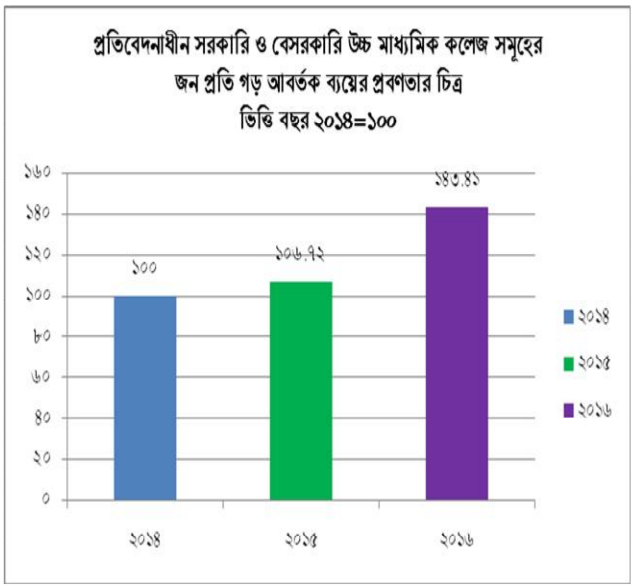

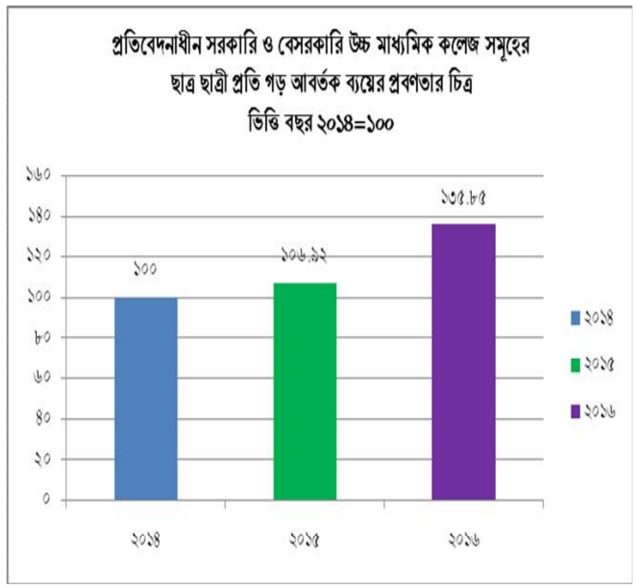

সুপারিশঃ

১। ধারাবাহিকভাবে নৈপুণ্যতা বৃদ্ধির অন্তরায়সমূহ চিহ্নিতপূর্বক তা প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২। আন্তঃপ্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা করা ;

৩। শিক্ষক প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কাম্য পর্যায়ে রাখা;

৪। শিক্ষা প্রদানের যাবতীয় উপকরণসহ জনশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং

৫। সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে শিক্ষা প্রদানের ব্যয় সর্ব নিম্ন পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানটি আসাদ এ্যাভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকাতে অবস্থিত । এটি একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৪ সালে । এর শিফটের সংখ্যা ১ টি । ২০১৬ সালে এর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমান ৫৪০ লক্ষ টাকা । ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ১২৩ জন । ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩৪৮ জন । ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ১৭৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৭২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ১৭৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৬২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ১৫৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৩৪ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ৫০৫ লক্ষ টাকা । ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ৬১৮ লক্ষ টাকা ।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। এটি একটি এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। এর শিফটের সংখ্যা ২ টি। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ২৯৪ জন। ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২৭০৬ জন। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ২৩৮৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২১২৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ১৫৯৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৪৬২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ১৩৬০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১২৪৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ২৬১৮.৩৩ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ২৪৩০.৬৭ লক্ষ টাকা।

বরিশাল জিলা স্কুল,বরিশাল

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

বরিশাল জিলা স্কুল একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বরিশাল সদর, বরিশালে অবস্থিত। এটি একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৮২৯ সালে। এর শিফটের সংখ্যা ২ টি। ২০১৬ সালে এর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমান ৭০০০ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ১২০ জন। ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২৪৩ জন। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ২৭২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২৫২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ২৮৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২০০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ২৫৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৩৮ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ৬.৭ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ৩১৩.৮৯ লক্ষ টাকা।

অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি আজিমপুর, ঢাকাতে অবস্থিত। এটি একটি এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। এর শিফটের সংখ্যা ২ টি। ২০১৬ সালে এর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমান ১৮০০০ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ১৪৮ জন। ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২৯৭ জন। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ৪২৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২৮৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ৪১৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১১৫ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ৩৫৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৫৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ১১১৯.৬৯ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ৯৫৯.৭৬ লক্ষ টাকা।

মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানটি এম আর রোড, মাগুরাতে অবস্থিত । এটি একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯০৩ সালে । এর শিফটের সংখ্যা ২ টি । ২০১৬ সালে এর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমান ৭০০০ লক্ষ টাকা । ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ৩৬ জন । ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২৭০ জন । ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ২৬৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১২২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ২৪৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৬১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ৬.২৮ লক্ষ টাকা । ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ১৮৬.৬৯ লক্ষ টাকা ।

জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

জামালপুর জিলা স্কুল একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি আমলা পাড়া, জামালপুর এ অবস্থিত। এটি একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৮১ সালে। এর শিফটের সংখ্যা ২ টি। ২০১৬ সালে এর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমান ৬০২২.৫ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ৫৯ জন। ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৮৬ জন। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ১২৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১১২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ২৩৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৯৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ২১৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৯৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ১০.০১ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ২৮৪.২০ লক্ষ টাকা।

বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল এ অবস্থিত। এটি একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৮২ সালে। এর শিফটের সংখ্যা ২ টি। ২০১৬ সালে এর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমান ৫১৩২ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ৬৩ জন। ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০৭৮ জন। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ১৬০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১২১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ২৭৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২৬৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ২৮৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২০৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ১৫.৪ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ৪০২.৫৮ লক্ষ টাকা।

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি মতিঝিল, ঢাকাতে অবস্থিত। এটি একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৭ সালে। এর শিফটের সংখ্যা ২ টি। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ১২৮ জন। ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫৭৭ জন। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ১৬৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৩৯ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ৩৭৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৩৩৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ৪২৯ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৩১৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ৫.৫ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ৩৫৭.৫০ লক্ষ টাকা।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা

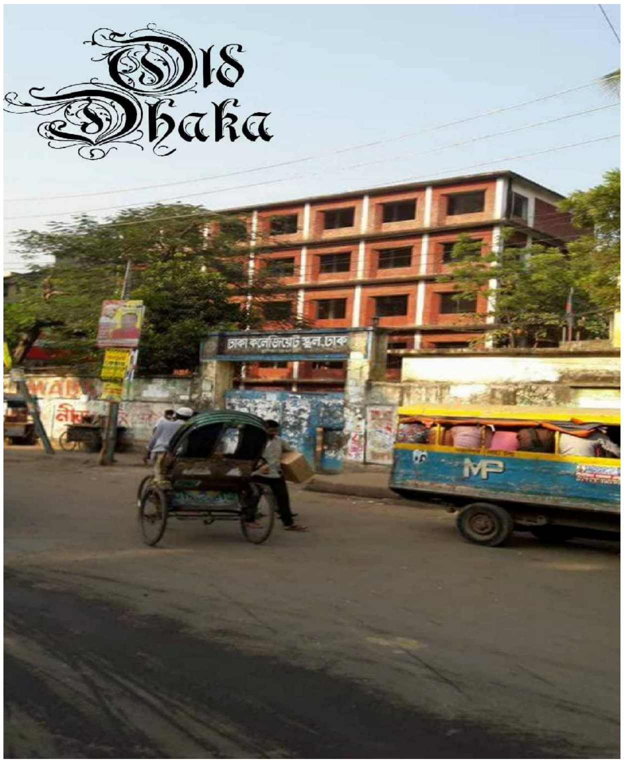

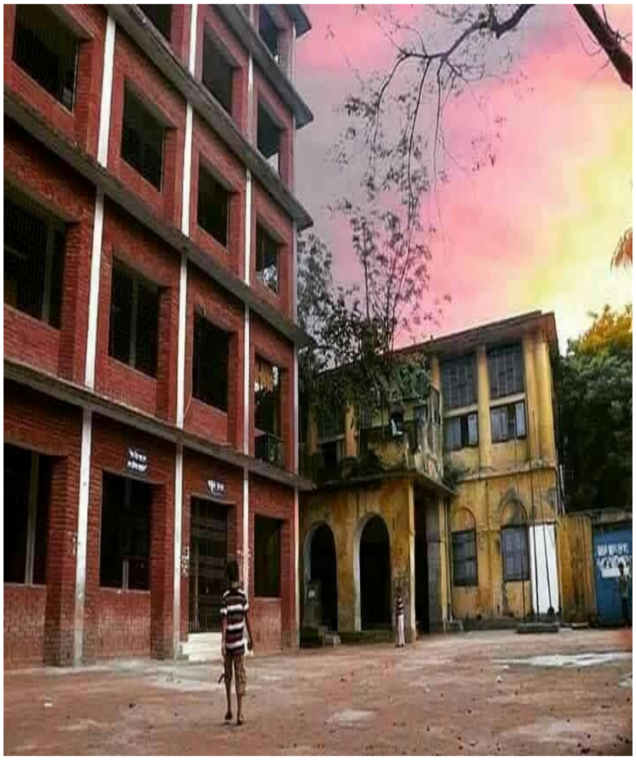

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানটি লয়ালস্টিট, কোতয়ালী, ঢাকাতে অবস্থিত । এটি একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৮৩৫ সালে । এর শিফটের সংখ্যা ২ টি । ২০১৬ সালে এর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমান ২০০৫০ লক্ষ টাকা । ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ৬৭ জন । ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২২৩৪ জন । ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ২৪৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৮৪ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ২৫৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১২২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ২৪৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৬৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ১৫.১৬ লক্ষ টাকা । ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ৪২৭.৮৩ লক্ষ টাকা ।

কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

কুষ্টিয়া জিলা স্কুল একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানটি কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়াতে অবস্থিত । এটি একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬১ সালে । এর শিফটের সংখ্যা ২ টি । ২০১৬ সালে এর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমান ৮.৭৩ লক্ষ টাকা । ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ১১৪ জন । ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৩৩০ জন । ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ২৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২২৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ৩৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২২৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ২৪৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৬২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ৮.৯১ লক্ষ টাকা । ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ২৫.০৭ লক্ষ টাকা ।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি পিলখানা, ঢাকাতে অবস্থিত। এটি একটি এমপিও ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৭ সালে। এর শিফটের সংখ্যা ২ টি। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ১৩৮ জন। ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৬৬২ জন। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ২৯৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২৬৮ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ৩৫৪ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৩৩২ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ৪৪১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ৩৩১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ৩০২২.১৯ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ২৯৩০.৪৫ লক্ষ টাকা।

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও এ অবস্থিত। এটি একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯০৪ সালে। এর শিফটের সংখ্যা ২ টি। ২০১৬ সালে এর স্থায়ী সম্পত্তির পরিমান ২২২৮ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ৪৫ জন। ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮৯৪ জন। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ২৪৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২৩৪ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ২২৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২১১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ২২৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৯৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ৩.৭৩ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ২.৩৬ লক্ষ টাকা।

হলিক্রুস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

হলিক্রুস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানটি তেজগাঁও, ঢাকাতে অবস্থিত । এটি একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫১ সালে । এর শিফটের সংখ্যা প্রাথমিকে ০১টি এবং মাধ্যমিকে ০২ টি । ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ৯২ জন । ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৫৭৭ জন । ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ১০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ১৯৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৮৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ২৩৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ১৭৭ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে । ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ৪২১.২৩ লক্ষ টাকা । ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ৪১৯.২৪ লক্ষ টাকা ।

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা

প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ঢাকার নিউমার্কেটে অবস্থিত। এটি একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬১ সালে। এর শিফটের সংখ্যা ০২ টি। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মোট জনশক্তি ১৩০ জন। ২০১৬ সালে অধ্যয়নরত মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮৯৭ জন। ২০১৬ সালে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ২৭৭ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২৪০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে জেএসসি পরীক্ষায় ২৭২ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২৪১ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ৩১১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ২১০ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ (এ+) পেয়ে পাশ করেছে। ২০১৬ সালে বিভিন্ন খাত হতে অর্জিত আয় ২১.১০ লক্ষ টাকা। ২০১৬ সালে আবর্তক ব্যয় ৪৮৫.৮২ লক্ষ টাকা।

সারণী-১
শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র-ছাত্রীর হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	১৬.০৮	১৫	১৪.৮১
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	২৫.৩৪	২৭.১৮	২৬.৮২
৩	বরিশাল জিলা স্কুল,বরিশাল ।	২১.৫৪	২০.৪১	২০.৭৭
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৫৮.১৪	৪৭.৩৫	৪৬.৯২
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা ।	৩২.৩৩	৩৪.০৮	৩৭.৩৫
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর ।	২৯.২৮	২৯.৫৮	২৯.৯২
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	৪২.৪২	৪১.১৯	৩৯.৯৬
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	২৫.৩২	২৪.২০	২৩.৪৩
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	৪৩.৯৬	৪৭.০৪	৪৭.৫৩
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	২২.৪৮	২৩.৮০	২২.৪০
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	৪৬.৫৩	৪৪.৯০	৪৫.৭৮
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	৪৩.২৭	৪৩.৬২	৪৭.৩৫
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	২৭.৫৮	২৭.১৯	২৭.১৯
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	২৫.৩৪	২৭.১৮	২৬.৮২
	মোট	৪৫৯.৬২	৪৫২.৮১	৪৫৭.০৭
	গড়	৩২.৮৩	৩২.৩৪	৩২.৬৫

সারণী-১ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র-ছাত্রীর হারের গড় ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ১.৪৯% ও ২০১৬ সালে ০.৫৫% হ্রাস পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষক অনুপাতে ছাত্র-ছাত্রীর হার ৩০ থেকে ৩৫ জনের মধ্যে হওয়া উচিত। গড়ে এর বেশী হলে একজন শিক্ষকের পক্ষে যথাযথভাবে ক্লাশ নেয়া খুবই দুরহ হবে। সারণী-১ এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী কাম্য অবস্থায় থাকলেও কিছু প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশী। তন্মধ্যে ক্রমিক নং ৪, ৭, ৯, ১১ ও ১২ এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা , বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও এর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কাম্য অবস্থার চেয়ে প্রত্যেক বছর অনেক বেশী। এ ক্ষেত্রে নতুন শিক্ষক নিয়োগদান জরুরী। অপরদিকে ক্রমিক নং ১, ৩ ও ১০ এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা, বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া এর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আলোচ্য সময়ের প্রত্যেক বছর অনেক কম। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত সামঞ্জস্য পর্যায়ে আনার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে অথবা শিক্ষকের সংখ্যা কাম্য অবস্থায় আনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

সারণী-২

বার্ষিক পরীক্ষায় পাশের হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	৯৮.৭০	৯৮.৬৬
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	৯৯.৬৭	৯৯.৪৯	৯৯.৬৫
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৯৯.১৪	৯৮.৮৪	৯৫.৫০
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	৯৯.৬২	৯৯.৫৯	৯৯.৪০
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	৯৮.৪৫	৯৮.৬০	৯৮.৫৭
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	৯৯.২৭	৯৯.৪৮	৯৯.৫৭
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	৯৯.৯১	৯৯.৮৯	৯৯.৮৬
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	৯৮.০২	৯৭.৯৭	৯৮.১৫
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	৯৯.৬৭	৯৯.৪৯	৯৯.৬৫
	মোট	১৩৯৩.৭৬	১৩৯২.০৩	১৩৮৯.০২
	গড়	৯৯.৫৫	৯৯.৪৩	৯৯.২২

সারণী-২ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাতে পাশের হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে সামান্য পরিমানে অর্থাৎ ০.১২% ও ০.৩৩% হ্রাস পেয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষায় পাশের হার হ্রাস পাওয়ার মূলে ক্রমিক নং ১ ও ১৩ এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূলতঃ দায়ী। সার্বিক বিবেচনায় উভয় বছরের গড় ফলাফলের হিসাবে ক্রমিক নং ৩, ৫, ৬, ৮ ও ১২ এর বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল, মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা, জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা ও ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও এর পাশের হার শতকরা একশ ভাগ যা অনুসরণ করার মত।

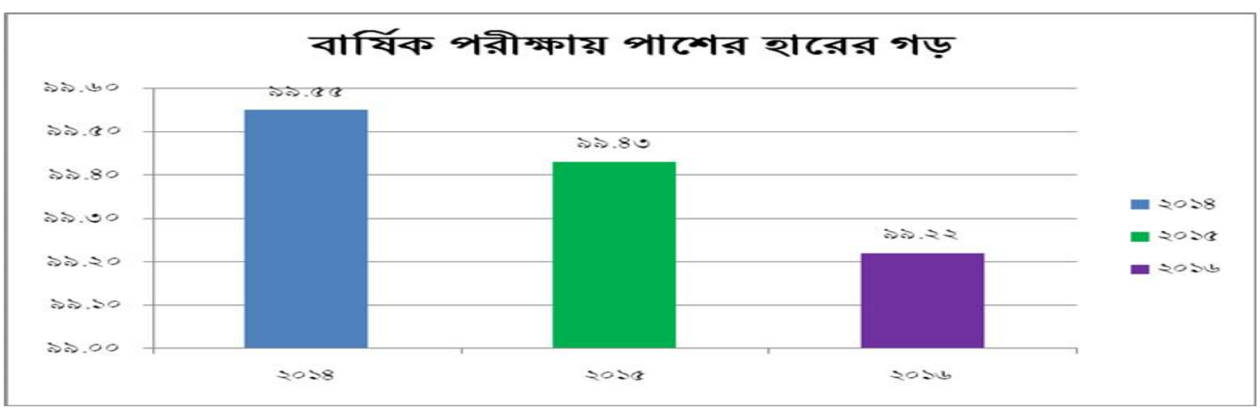

সারণী-৩

পিইসি পরীক্ষায় পাশের হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	৯৯.৯৪	১০০.০০	১০০.০০
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল ।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা ।	০	০	০
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর ।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	মোট	১২৯৯.৯৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০
	গড়	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

সারণী-৩ এ ১৪টি স্কুলের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় স্কুল ভিত্তিক অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাতে পরীক্ষায় পাশের হার বিশ্লেষণ করা হয়েছে । ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে পাশের হার ১০০% যা ধরে রাখতে হবে । পাশের এ গড় ধরে রাখার জন্য কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে ।

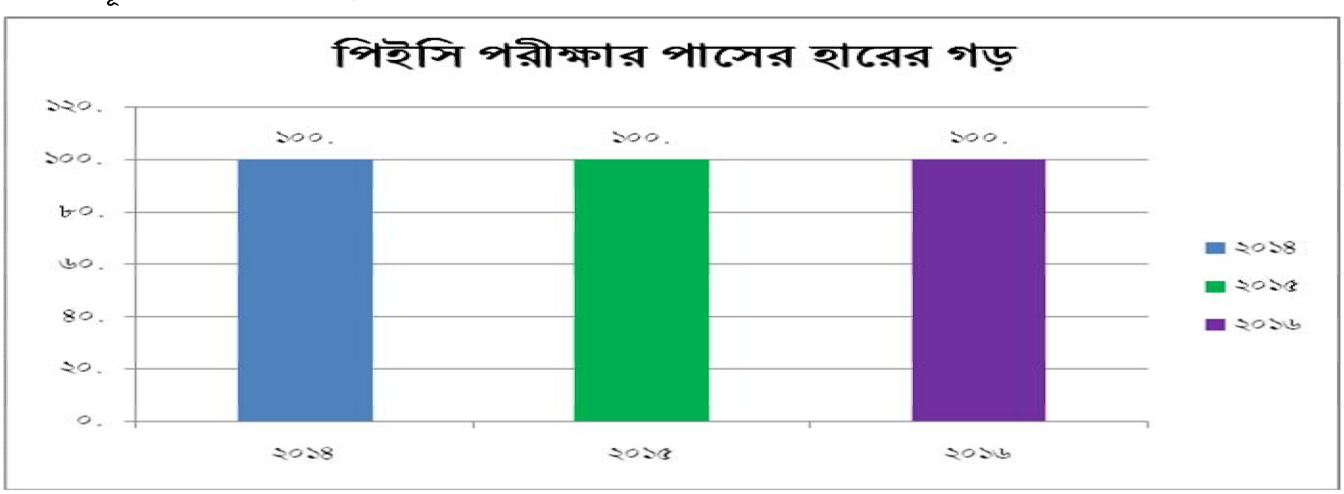

সারণী-৪

পিইসি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	৯৫.২৪	৯৭	৯৬.৬৩
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	৮৯.৪৯	৮৭.৩১	৮৯.০১
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল ।	৮০.০০	৭১.৯৮	৯২.৬৫
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৫১.৮৮	৭১.০৬	৬৬.২৮
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা ।	০	০	০
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর।	৮৬.১৩	৮৫.৩৭	৮৬.৮২
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	৯০.৮২	৭৯.৫২	৭৫.৬৩
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	৯৫.০৬	৮৩.৩৩	৮৪.২৪
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	৬৮.০৯	৪৫.৪২	৭৪.৮০
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	৬৯.১৫	৭৭.২৭	৭৭.৪৩
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	৯১.০২	৯৭.৬৩	৮৯.৯৩
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	৯৭.৭৩	৭৬.৬৯	৯৪.৩৫
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	৯৮.০৮	৯৪.৭০	৮৬.৬৪
	মোট	১১১২.৬৬	১০৬৭.৪৩	১১১৪.৪১
	গড়	৮৫.৫৯	৮২.১১	৮৫.৭২

সারণী-৪ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্ত তথ্যে বিশ্লেষণ করলে প্রতিষ্ঠানসমূহের বছর ভিত্তিক পিইসি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হার ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে হ্রাস পেয়েছে ৪.০৬% এবং ২০১৬ সালে ০.১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে । ক্রমিক নং ৪, ৯ ও ১০ এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা, কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া এর A+ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হার এর সামঞ্জস্যতা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে । এছাড়া ফলাফলে দেখা যায় হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা এর A+ প্রাপ্তির হার প্রত্যেক বছর শতভাগ যা খুবই কৃতিত্বের দাবিদার । অন্যদিকে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিইসি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হারের সামঞ্জস্য নেই তাদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন । প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে Brain Storming (Productivity Diagnosis) একটি আধুনিক পদ্ধতি । এ পদ্ধতি প্রয়োগে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সহযোগিতা কামনা করলে সহযোগিতা প্রদানে সদা প্রস্তুত । এছাড়া বর্তমান সময়ে যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে শুধু পরীক্ষায় পাস করলেই হবে না প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে A+ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে ।

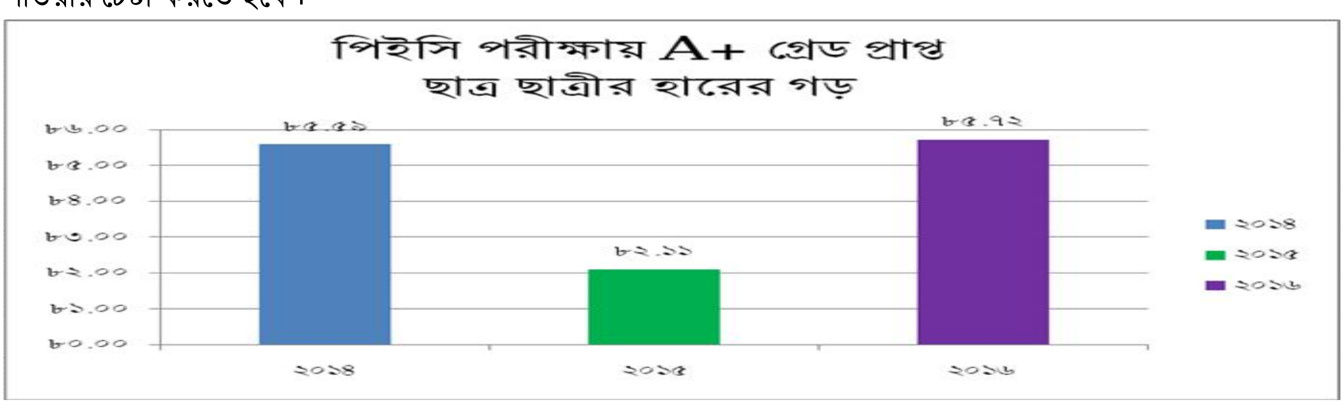

সারণী-৫

পিইসি পরীক্ষায় A ও A- প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	৪.৭৬	২.৮৬	৩.৩৭
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	১০.৪৫	১২.৬৯	১০.৯৯
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল ।	১৯.৬০	২৮.০২	৬.৯৯
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৪৮.১২	২৮.৯৪	৩৩.৭২
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা ।	০	০	০
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর ।	১৩.৮৭	১৪.৬৩	১৩.১৮
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	৯.১৮	২০.৪৮	২৩.৭৫
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	৪.৯৪	১৬.৬৭	১৫.৭৬
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	৩১.৯১	৫৪.৫৮	২৪.৮০
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	৩০.৮৫	২২.৭৩	২২.৫৭
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	৮.৯৮	২.৩৭	১০.০৭
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	২.২৭	২৩.৩১	৫.৬৫
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	০.০০	০.০০	০.০০
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	১.৯২	৫.৩০	১০.১১
	মোট	১৮৬.৮৭	২৩২.৫৭	১৮০.৯৪
	গড়	১৩.৩৫	১৬.৬১	১২.৯২

সারণী-৫ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিইসি পরীক্ষায় A ও A- প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হার নিরুপণ করা হয়েছে । এ সারণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পিইসি পরীক্ষায় A ও A- প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হারের গড় ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪.৪২% এবং ২০১৬ সালে হ্রাস পেয়েছে ৩.২২% । এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুধু A ও A- গ্রেড প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেই চলবে না, কিভাবে A+ গ্রেড প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় সেদিকে প্রচেষ্টা করতে হবে ।

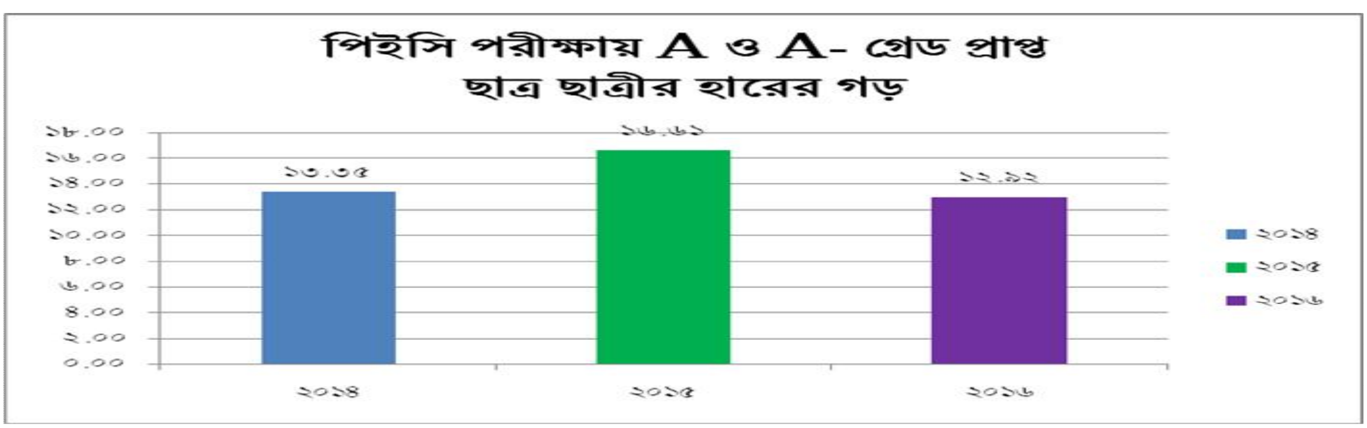

সারণী-৬

জেএসসি পরীক্ষায় পাশের হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	৯৯.৯৩	১০০.০০	৯৯.৯৪
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল ।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৯৮.০৮	৯৯.৭৬	৯৭.৮৪
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা ।	৯৮.৮৬	৯৯.৬০	১০০.০০
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর ।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
	মোট	১৩৯৬.৮৭	১৩৯৯.৩৬	১৩৯৭.৭৮
	গড়	৯৯.৭৮	৯৯.৯৫	৯৯.৮৪

সারণী-৬ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের গড় পাশের হার ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ০.১৭% ও ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ০.০৬% । এখানে উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালে, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে ক্রমিক নং ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাশের হার শতভাগ যা অবশ্যই কৃতিত্বপূর্ণ ।

সারণী-৭

জেএসসি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	৯৫.৭১	৯৩.৯৪	৯১.০১
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	৮৯.১৩	৯১.২৫	৯১.৬০
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল ।	৭৩.৩৩	৭১.৯৮	৬৯.৬৯
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৪১.২৫	৩৯.২৮	২৭.৫৮
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা ।	২৮.৫২	৪১.০৪	৪৫.৬৯
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর ।	৬০.৩৪	৭০.৬৪	৮৪.১৯
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	৮৮.৯৭	৯৫.১৩	৯৫.৯৯
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	৮৩.২৯	৮৩.৭১	৯০.১১
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	৩৬.০৯	৩২.৬৮	৪৭.৬৬
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	৫৬.৮৪	৭৩.৭৫	৬৭.৩৬
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	৯৪.৯১	৯৪.৫৬	৯৩.৭৯
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	৭৪.৫৫	৮৭.৯৫	৯২.৫৪
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	৯১.৫০	৯২.৫০	৯৪.৪৪
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	৭৮.৬৯	৮৫.৬৬	৮৮.৬০
	মোট	৯৯৩.১২	১০৫৪.০৬	১০৮০.২৪
	গড়	৭০.৯৪	৭৫.২৯	৭৭.১৬

সারণী-৭ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হার নিরূপণ করা হয়েছে । এ সারণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জেএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হারের গড় ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.১৩% এবং ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৮.৭৭% । বৃদ্ধির এ হার অব্যাহত রাখতে হলে বা আরও বাড়াতে হলে কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে ।

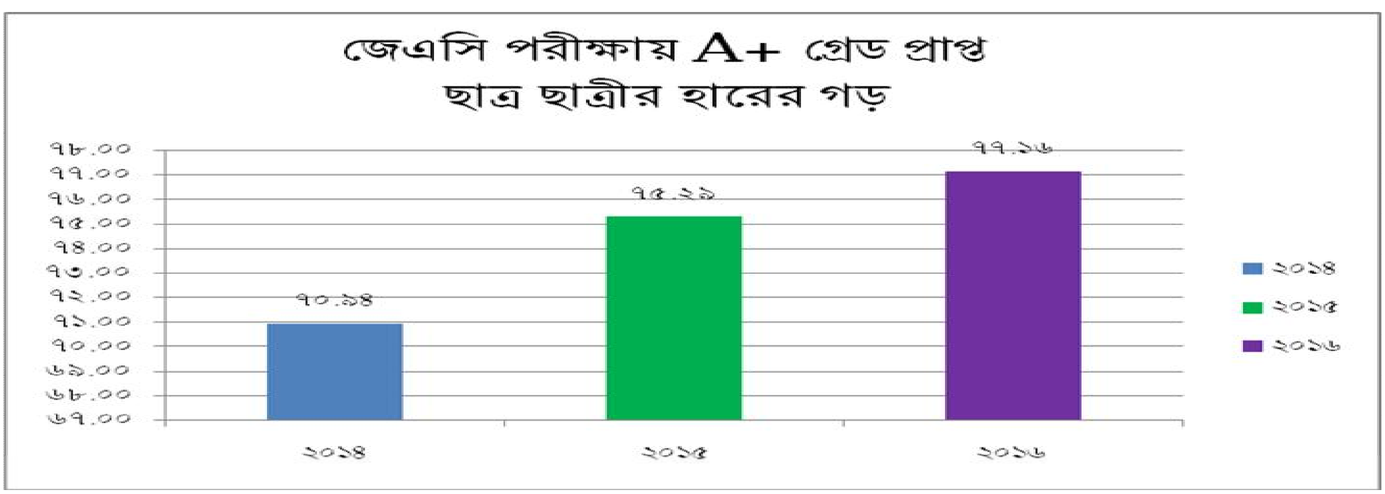

সারণী-৮

জেএসসি পরীক্ষায় A ও A- প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	৪.২৯	৬.০৬	৮.৯৯
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	১০.৮০	৮.৭৫	৮.৩৩
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল।	২৭.৪১	২৮.০২	২৯.৯৭
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৫৭.০৭	৫৮.৫৫	৬৭.৩৯
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা।	৬০.৪৬	৫১.৭৯	৫৩.১৮
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর।	৩৯.২২	২৯.৩৬	১৪.৯৬
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	১১.০৩	৪.৮৭	৪.০১
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	১৬.৭১	১৬.২৯	৯.৮৯
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা	৬২.০৩	৬৫.৩৭	৫১.১৭
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	৪৩.১৬	২৬.২৫	৩২.৬৪
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	৫.০৯	৫.৪৪	৬.২১
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	২৫.৪৫	১২.০৫	৭.৪৬
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	৮.৫০	৭.৫০	৫.৫৬
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	২১.৩১	১৩.৯৫	১১.৪০
	মোট	৩৯২.৫৩	৩৩৪.২৬	৩১১.১৬
	গড়	২৮.০৪	২৩.৮৮	২২.২৩

সারণী-৮ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জেএসসি পরীক্ষায় A ও A- গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হার নিরূপণ করা হয়েছে । এ সারণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে হ্রাস পেয়েছে ১৪.৮৩% এবং ২০১৬ সালে হ্রাস পেয়েছে ২৬.১৪%। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে A ও A- গ্রেড প্রাপ্তির সংখ্যা কমিয়ে কিভাবে A+ গ্রেড প্রাপ্তি বাড়ানো যায় সেদিকে চেষ্টা করতে হবে ।

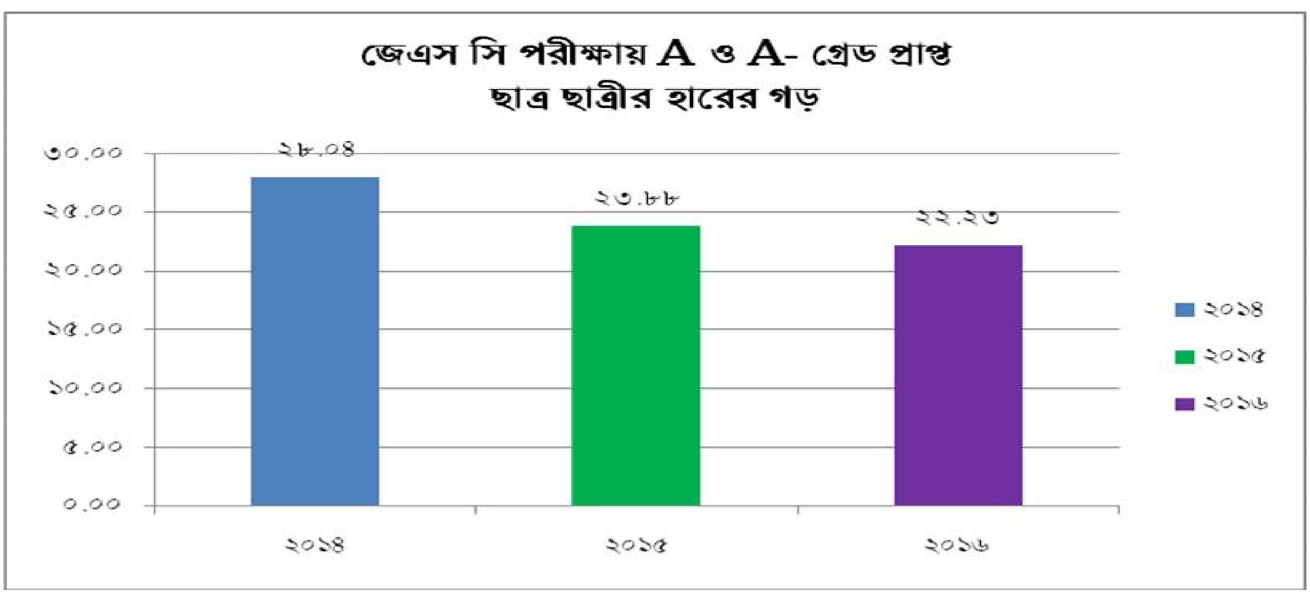

সারণী-৯

এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	১০০.০০	৯৯.৮১	১০০.০০
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল ।	১০০.০০	৯৯.৬৩	৯৯.৬১
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৯৮.৬৪	৯৮.৭৩	৯৪.৯২
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা ।	৯৬.৪৮	৯৫.৯৩	৯৯.৫৯
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর ।	৯৯.৫৬	৯৯.৫৬	৯৭.৬৭
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	৯৯.৬১	৯৯.৬০	৯৯.৩০
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	৯৯.৬১	৯৯.২১	৯৮.৩৭
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	১০০.০০	৯৮.১৮	১০০.০০
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	১০০.০০	৯৯.৭২	৯৯.৭৭
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	১০০.০০	১০০.০০	৯৯.৬৮
	মোট	১৩৯৩.৮৯	১৩৯০.৩৭	১৩৮৮.৯১
	গড়	৯৯.৫৬	৯৯.৩১	৯৯.২১

সারণী-৯ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের গড় পাশের হার ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০.২৫% এবং ২০১৬ সালে সামান্য হ্রাস পেয়ে হয়েছে ০.৩৫% । এখানে উল্লেখ্য যে, ক্রমিক নং ১, ৮, ১২ ও ১৩ এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পাশের হার শতভাগ যা অবশ্যই কৃতিত্বপূর্ণ ।

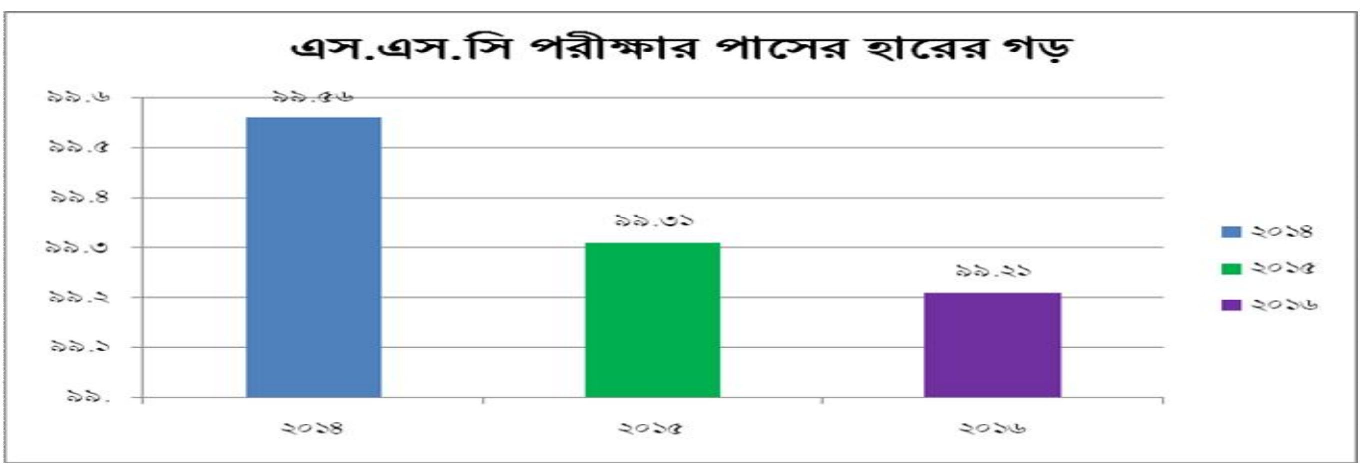

সারণী-১০

এসএসসি পরীক্ষায় A+ প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	৯৬.২০	৯২	৮৪.৮১
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	৯৬.৭৩	৯০.২০	৯১.৫৪
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল ।	৬৬.২৮	৬৪.৬৮	৫৩.৭০
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৩৯.৭৮	৩২.৭৪	১৫.৮২
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা ।	২৪.৬৭	১৭.০৭	২৫.০০
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর ।	৬৭.৯৮	৩৮.৯৪	৪৩.২৬
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	৭৩.৪৪	৭২.২২	৭২.২৮
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	৭৭.৬৯	৮২.১৭	৭৩.৮৯
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	৪২.৯৭	৩২.৮১	২৫.৭১
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	৭৪.২৫	৬০.৩৬	৬৫.৫৯
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	৮৭.৩৫	৮২.২৫	৭৫.০৬
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	৯১.৮৩	৬২.০৫	৮৬.৭৮
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	৯৭.৭৬	৮০.৬৯	৭৫.০০
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	৮৮.২১	৮০.৭৪	৬৭.৫২
	মোট	১০২৫.১৪	৮৮৯.৩৪	৮৫৫.৯৭
	গড়	৭৩.২২	৬৩.৫২	৬১.১৪

সারণী-১০ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড ছাত্র-ছাত্রীর হার নিরুপন করা হয়েছে । এ সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এসএসসি পরীক্ষায় A+ গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হারের গড় ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ১৩.২৫% এবং ২০১৬ সালে ১৬.৫০% হ্রাস পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ A+ গ্রেড প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক A+ গ্রেড প্রাপ্তিতে ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা ও হলিক্রস উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা। বর্তমান সময়ে যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে তাতে শুধু পরীক্ষায় পাস করলেই হবে না। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে গোল্ডেনসহ A+পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে A+ গ্রেড প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

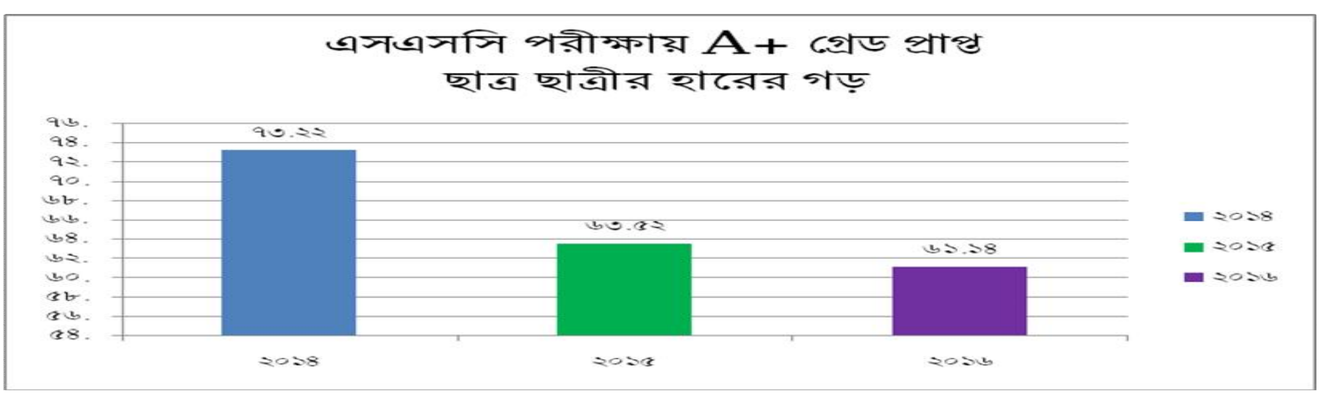

সারণী-১১

এসএসসি পরীক্ষায় A ও A- প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর হার

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	৩.৮০	৭.৫৯	১২.৬৬
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	৩.২৭	৯.৬১	৮.৬০
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল ।	৩৩.১৪	৩৩.৮৩	৪৩.৯৭
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৫৮.৮৬	৬৫.৯৯	৭৯.১০
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা ।	৭১.৮১	৬৮.৭০	৭০.০৮
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর ।	৩০.৭০	৫৯.৭৩	৫১.১৬
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	২৬.১৭	২৭.৩৮	২৭.০২
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	২২.৩১	১৭.৮৩	২৬.১১
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	৫৪.৩০	৬২.৪৫	৬৯.৩৯
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	২৪.৭৫	৩৭.৮২	৩২.৭৯
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	১৪.৪১	১৭.৪৬	১৪.০৬
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও ।	৮.১৭	৩৭.৫০	১৩.২২
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	২.২৪	১৮.৪৫	২৫.০০
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	১১.৭৯	১৯.২৬	৩২.১৫
	মোট	৩৬৫.৭১	৪৮৩.৬২	৫০৫.৩১
	গড়	২৬.১২	৩৪.৫৪	৩৬.০৯

সারণী-১১ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এসএসসি পরীক্ষায় A ও A- গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হার নিরুপন করা হয়েছে। এ সারণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এসএসসি পরীক্ষায় A ও A- গ্রেড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর হারের গড় ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ৩২.২৪% এবং ২০১৬ সালে ৩৮.১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুধু A ও A- গ্রেড প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করলেই চলবে না, কিভাবে A+ গ্রেড প্রাপ্তির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় সেদিকে প্রচেষ্টা করতে হবে।

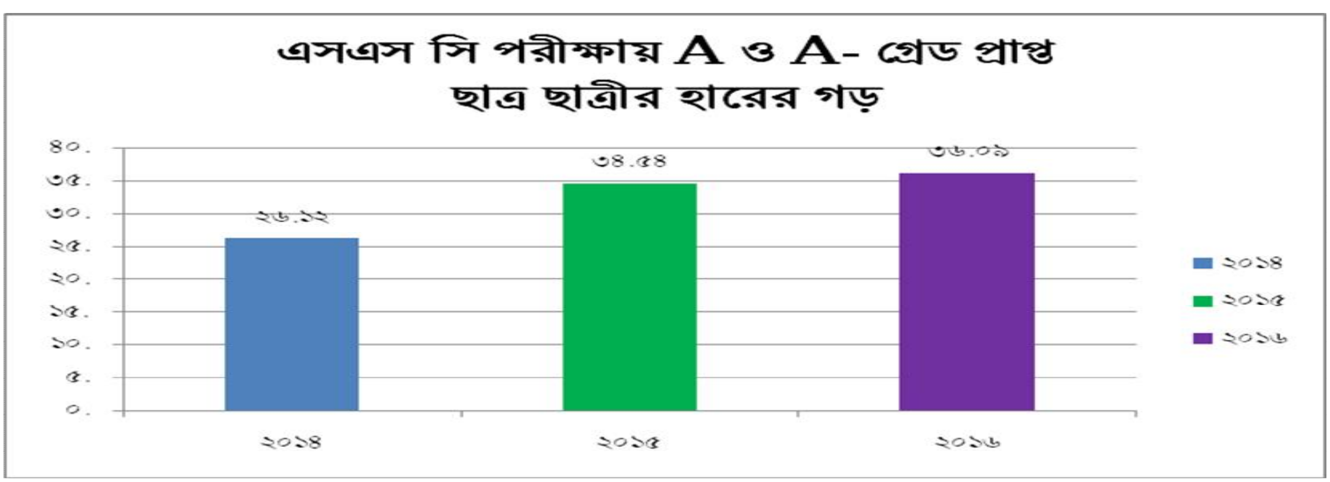

সারণী-১২

জনপ্রতি আয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।	৬.৩৯১	৪.৩৫৮	৪.১০৬
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।	৫.৬০৪	৬.৭১৭	৮.৯০৬
৩	বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল।	০.০২২	০.০২০	০.০৫৬
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা।	৭.২১৮	৭.১৫৪	৭.৫৬৫
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা।	০.০৯৯	০.১৪১	০.১৭৪
৬	জামালপুর জিলা স্কুল, জামালপুর।	০.১৬১	০.১৬০	০.১৭০
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।	০.২৪৮	০.২৪৮	০.২৪৪
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।	০.০৪৮	০.০২৫	০.০৪৩
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা।	০.১৯০	০.২২০	০.২২৬
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া।	০.০৭৮	০.০৮৬	০.০৭৮
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা।	১৫.৪৫৯	১৭.৬৫২	২১.৯০০
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও।	০.০৭০	০.০৭৪	০.০৮৩
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	৩.৭৫৯	৩.৭৯১	৪.৫৭৯
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা।	০.১৩৭	০.১২৭	০.১৬২
	মোট	৩৯.৪৮৬	৪০.৭৭৩	৪৮.২৯৩
	গড়	২.৮২০	২.৯১২	৩.৪৪৯

সারণী-১২ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতি গড় আয় নিরুপণ করা হয়েছে। সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায় জনপ্রতি গড় আয় ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ৩.২৬% এবং ২০১৬ সালে ২২.৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। জনপ্রতি আয় বৃদ্ধি যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য ভাল অবস্থা নির্দেশ করে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক তিন বছরের জনপ্রতি গড় আয়ের ভিত্তিতে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে আছে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা এর গড় আয় ১৮.৩৪ লক্ষ টাকা। জনপ্রতি গড় আয়ে ২য় ও ৩য় স্থানে রয়েছে অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা এবং আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

সারণী-১৩

ছাত্র/ছাত্রী প্রতি আয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা	০.৫৩৮	০.৩৯৪	০.৩৭৫
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	০.১১০	০.১০৩	০.১১৫
৩	বরিশাল জিলা স্কুল	০.০০১	০.০০১	০.০০৩
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা	০.২০৮	০.২৪০	০.২৫৭
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	০.০০৩	০.০০৪	০.০০৫
৬	জামালপুর জিলা স্কুল	০.০০৬	০.০০৬	০.০০৬
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০.০০৭	০.০০৭	০.০০৭
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	০.০০২	০.০০১	০.০০২
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা	০.০০৬	০.০০৭	০.০০৭
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া	০.০০৪	০.০০৪	০.০০৪
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা	০.৫৬১	০.৬৬৫	০.৮২৫
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়	০.০০২	০.০০২	০.০০২
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা	০.২১৮	০.২২১	০.২৬৭
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা	০.০০৭	০.০০৬	০.০০৭
	মোট	১.৬৭২	১.৬৬২	১.৮৮৩
	গড়	০.১১৯	০.১১৯	০.১৩৪

সারণী-১৩ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বছর ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি গড় আয় নিরুপন করা হয়েছে । সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি গড় আয় ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে স্থির থাকলেও ২০১৬ সালে ১২.৬১% বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় বছর ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি গড় আয়ের ক্ষেত্রে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা ও হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

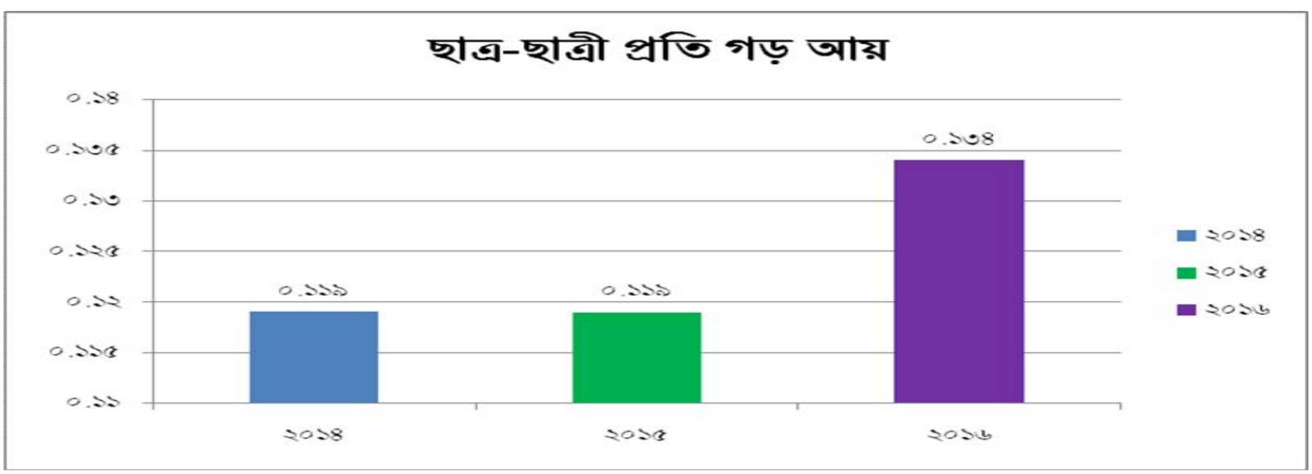

সারণী-১৪

জনপ্রতি আবর্তক ব্যয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা	৫.৯২	৫.০৯	৫.০২
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	৪.৯০	৫.৩৪	৮.২৭
৩	বরিশাল জিলা স্কুল	১.৬৮	২.৪২	২.৬২
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা	৫.১৮	৫.১৮	৬.৪৮
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২.৩২	১.৭৩	৫.১৯
৬	জামালপুর জিলা স্কুল	২.৯১	২.৭৪	৪.৮২
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	৩.৭৩	৩.৯৭	৬.৩৯
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	১.৯৫	২.০১	২.৭৯
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা	৩.৮৬	৪.৮৮	৬.৩৯
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া	০.৫৯	০.৬১	০.২২
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা	১৫.৩৫	১৭.৯৩	২১.২৪
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়	০.০৫	০.০৩	০.০৫
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা	৩.৭৩	৩.৭৫	৪.৫৬
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা	১.৯৬	২.১১	৩.৭৪
	মোট	৫৪.১২	৫৭.৭৯	৭৭.৭৭
	গড়	৩.৮৭	৪.১৩	৫.৫৫

সারণী-১৪ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বছর ভিত্তিক জনপ্রতি আবর্তক ব্যয় নিরুপন করা হয়েছে । সারণী পর্যালোচনায় দেখা যায় জনপ্রতি গড় আবর্তক ব্যয় ভিত্তি বছর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ৬.৭২% এবং ২০১৬ সালে ৪৩.৪১% বৃদ্ধি পেয়েছে। জনপ্রতি আবর্তক ব্যয়ের তিন বছরের গড় হিসেবে সবচেয়ে বেশী ব্যয় করেছে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা ১৮.১৭ লক্ষ টাকা। ক্রমানুসারে দেখা যায় ২য় স্থানে রয়েছে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা ৬.২০ লক্ষ টাকা এবং ৩য় স্থানে অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা ৫.৬১ লক্ষ টাকা। আমরা জানি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। তারপরও আমাদের খেয়াল রাখা উচিৎ কিভাবে ব্যয় সংকোচন করে ফলাফল অধিক ভাল করা যায়।

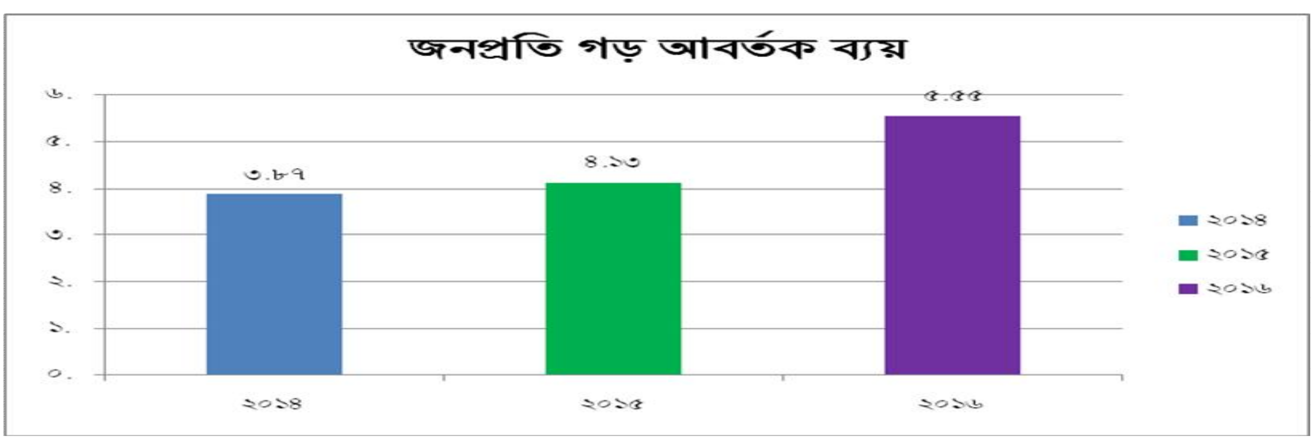

সারণী-১৫

ছাত্র/ছাত্রী প্রতি আবর্তক ব্যয়

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা	০.৪৯৮	০.৪৬০	০.৪৫৮
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	০.০৯৬	০.০৮২	০.১০৭
৩	বরিশাল জিলা স্কুল	০.০৮৬	০.১৩২	০.১৪০
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা	০.১৪৯	০.১৭৪	০.২২০
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	০.০৭৫	০.০৫৩	০.১৪৭
৬	জামালপুর জিলা স্কুল	০.১১২	০.১০৫	০.১৭৯
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	০.১০৫	০.১১৫	০.১৯৪
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	০.০৯১	০.০৯৮	০.১৩৯
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা	০.১২১	০.১৪৮	০.১৯২
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া	০.০২৯	০.০২৭	০.০১১
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা	০.৫৫৭	০.৬৭৬	০.৮০০
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়	০.০০১	০.০০১	০.০০১
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা	০.২১৬	০.২১৯	০.২৬৬
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা	০.০৯৫	০.০৯৫	০.১৬৮
	মোট	২.২৩২	২.৩৮৫	৩.০২১
	গড়	০.১৫৯	০.১৭০	০.২১৬

সারণী ১৫ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আবর্তক ব্যয় নিরুপন করা হয়েছে । এ সারণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ছাত্র-ছাত্রী প্রতি গড় আবর্তক ব্যয় ভিত্তি বৎসর ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ৬.৯২% এবং ২০১৬ সালে ৩৫.৮৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী প্রতি আবর্তক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী প্রতি অধিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা।

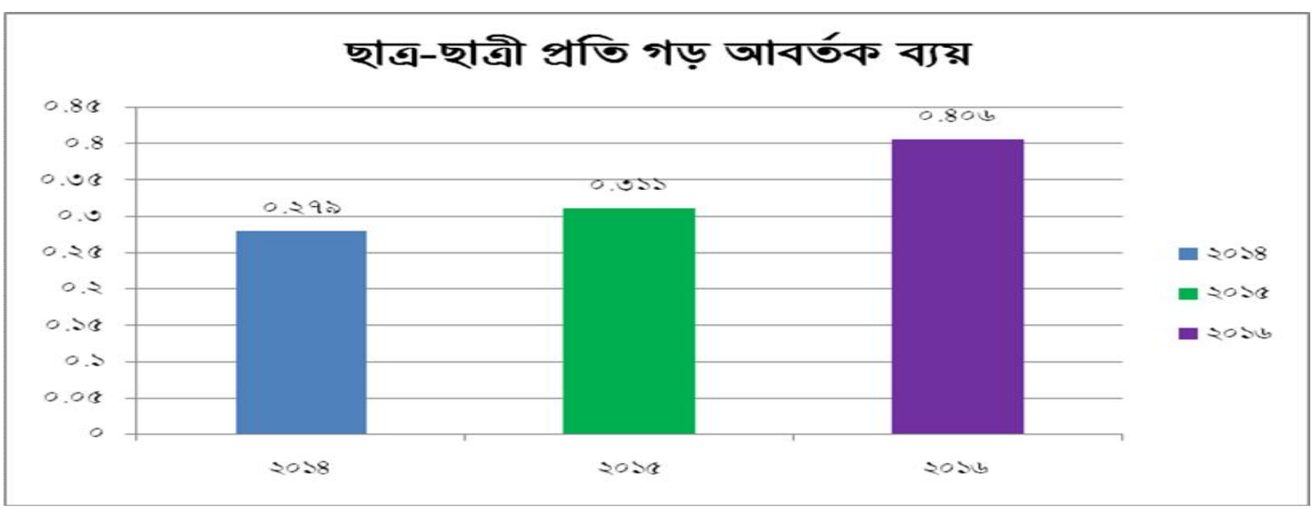

সারণী-১৬

জনপ্রতি বেতন

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম সমূহ	২০১৪	২০১৫	২০১৬
১	সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা	২.২৮	২.০৮	২.৩৩
২	আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা	৪.৬৯	৫.০৮	৭.৮৯
৩	বরিশাল জিলা স্কুল	১.৬৮	২.৪২	২.৬২
৪	অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা	২.৪৭	২.১২	৩.১৩
৫	মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	২.২৯	১.৭০	৫.১৪
৬	জামালপুর জিলা স্কুল	২.৮৭	২.৭২	৪.৭৯
৭	বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল	৩.৫০	৩.৭৩	৬.১৫
৮	মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা	১.৮৯	১.৯৪	২.৭১
৯	ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা	৩.৬৮	৪.৭৩	৬.২২
১০	কুষ্টিয়া জিলা স্কুল, কুষ্টিয়া	০.৫৮	০.৬০	০.১৯
১১	বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা	৮.০০	১১.০৮	১২.৩১
১২	ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়	০.০২	০.০২	০.০৩
১৩	হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা	২.৮৩	২.৮৩	৩.৬২
১৪	গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা	১.৯১	২.০৩	৩.৬৩
	মোট	৩৮.৬৮	৪৩.০৮	৬০.৭৭
	গড়	২.৭৬	৩.০৮	৪.৩৪

সারণী-১৬ এ ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতি গড় বেতন ২০১৪ সালের তুলনায় ২০১৫ সালে ১১.৫৯% এবং ২০১৬ সালে ৫৭.২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, জনপ্রতি গড় বেতন উর্ধ্বমুখী হয়েছে। বছর বছর জনপ্রতি গড় বেতন বৃদ্ধি পাওয়াটা স্বাভাবিক। প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিন বছরে জনপ্রতি গড় হিসেবে সর্বোচ্চ ব্যয় করেছে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা। জনপ্রতি গড় বেতন এমন পর্যায়ে থাকা দরকার যার মাধ্যমে নিয়োজিত লোকজন প্রাত্যহিক জীবন নির্বাহ করতে পারে। ক্রমিক নং ১১ ও ক্রমিক নং ২ ছাড়া বাকী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যয় বর্তমান সময়ের সাথে মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

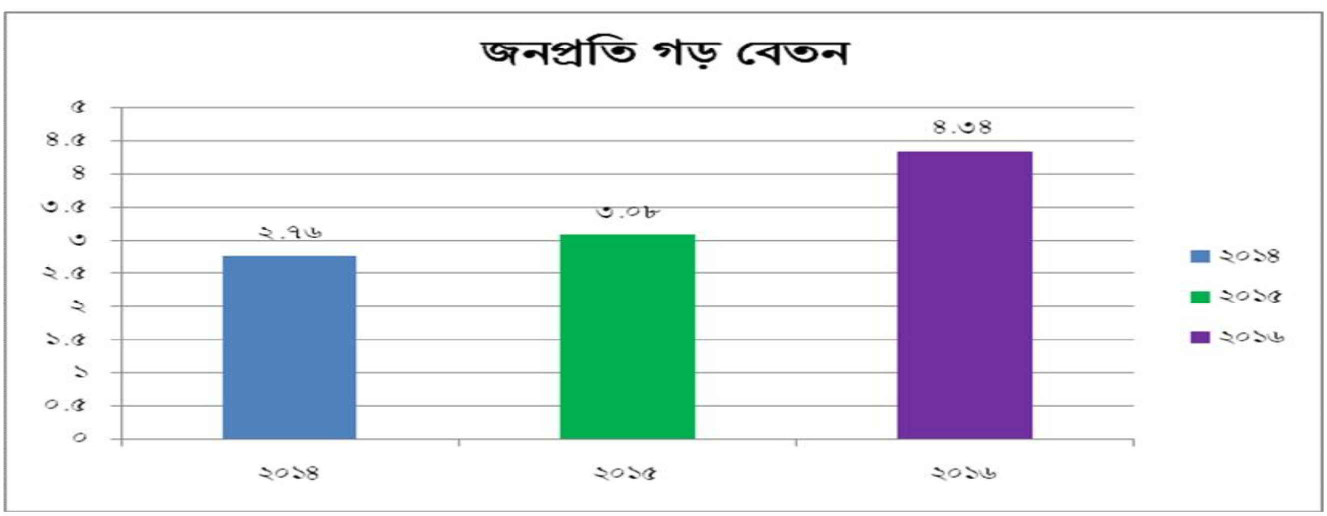

জাতীয় উৎপাদনশীলতা পরিষদ (এনপিসি)

১।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী	সভাপতি
২।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	সচিব, সড়ক ও সড়ক পরিবহন বিভাগ, সড়ক যোগাযোগ ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০।	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১।	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২।	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৩।	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সদস্য
১৪।	এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, বেপজা	সদস্য
১৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি	সদস্য
১৬।	সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
১৭।	সভাপতি, বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি	সদস্য
১৮।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
১৯।	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	সদস্য
২০।	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
২১।	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য

২২।	সভাপতি, বাংলাদেশ পাটকল সমিতি	সদস্য
২৩।	সভাপতি, বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৪।	সভাপতি, বাংলাদেশ বস্ত্রকল সমিতি	সদস্য
২৫।	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি	সদস্য
২৬।	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৭।	সভাপতি, বাংলাদেশ নীট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন	সদস্য
২৮।	সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি	সদস্য
২৯।	সভাপতি, বাংলাদেশ ফার্ণিচার এসোসিয়েশন	সদস্য
৩০।	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ	সদস্য
৩১।	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক পার্টি	সদস্য
৩২।	সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র	সদস্য
৩৩।	সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ	সদস্য
৩৪।	সভাপতি, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ	সদস্য
৩৫।	পরিচালক, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)	সদস্য-সচিব

জাতীয় উৎপাদনশীলতা কার্যনির্বাহী কমিটি

১।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন	সদস্য
৩।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	সদস্য
৪।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
৫।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন	সদস্য
৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বস্ত্রকল কর্পোরেশন	সদস্য
৭।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	সদস্য
৮।	অতিরিক্ত সচিব (প্র)/যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন-২), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯।	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
১০।	সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন	সদস্য
১১।	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
১২।	সভাপতি, মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
১৩।	সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ	সদস্য
১৪।	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সমিতি (নাসিব)	সদস্য
১৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন	সদস্য
১৬।	প্রেসিডেন্ট, এপিও সোসাইটি ফর বাংলাদেশ	সদস্য
১৭।	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ	সদস্য
১৮।	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক পার্টি	সদস্য
১৯।	সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র	সদস্য
২০।	পরিচালক, ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)	সদস্য-সচিব

সেবা খাতের উপদেষ্টা কমিটি

১।	পরিচালক (কারিগরি) বিআরটিসি পরিবহন ভবন, ঢাকা।	সভাপতি
২।	প্রধান প্রকৌশলী (উৎপাদন) ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।	সদস্য
৩।	পরিচালক/ লোকোমেইন্ট বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা।	সদস্য
৪।	মহা-ব্যবস্থাপক সোনালী ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	সদস্য
৫।	মহা-ব্যবস্থাপক (বিপণন) তিতাস গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন লিঃ, তিতাস গ্যাস ভবন, দক্ষিন অঞ্চল, ঢাকা।	সদস্য
৬।	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি এর পক্ষে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি।	সদস্য
৭।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক ঢাকা পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর পক্ষে একজন স্থায়ী প্রতিনিধি।	সদস্য
৮।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি সার্কেল) ওয়াসা ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।	সদস্য
৯।	সভাপতি বাংলাদেশ ট্রাক মালিক সমিতি, ঢাকা।	সদস্য
১০।	পরিচালক ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ঢাকা।	সদস্য
১১।	যুগ্ম-পরিচালক ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ঢাকা।	সদস্য
১২।	উর্দ্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা, সেবা খাত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), ঢাকা।	সদস্য সচিব

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা

১. সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
এ্যাভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ।

২. আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
মতিঝিল, ঢাকা।

৩. বরিশাল জিলা স্কুল,
বরিশাল সদর, বরিশাল ।

৪. অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজ
আজিমপুর, ঢাকা।

৫. মাগুরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
মাগুরা সদর, মাগুরা ।

৬. জামালপুর জিলা স্কুল
জামালপুর সদর, জামালপুর ।

৭. বিন্দুবাসিনী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
টাঙ্গাইল সদর, টাঙ্গাইল।

৮. মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা।

৯. ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল
লয়াল স্টিট, কোতয়ালী, ঢাকা।

১০. কুষ্টিয়া জিলা স্কুল
কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

১১. বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ
পিলখানা, ঢাকা।

১২. ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও ।

১৩. হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

১৪. গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল
নিউমার্কেট, ঢাকা।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ

১।	জনাব এস. এম. আশরাফুজ্জামান	পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
২।	জনাব মোঃ আব্দুল মুসাব্বির	যুগ্ম-পরিচালক (সিসি)
৩।	জনাব এটিএম মোজাম্মেল হক	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
৪।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
৫।	জনাব মোঃ আমান উল্লাহ ফকির	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
৬।	জনাব মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
৭।	জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন	উর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা
৮।	মোসাম্মৎ ফাতেমা বেগম	গবেষণা কর্মকর্তা
৯।	মোছাঃ আবিদা সুলতানা	গবেষণা কর্মকর্তা
১০।	জনাব মোঃ রাজু আহমেদ	গবেষণা কর্মকর্তা
১১।	জনাব রিপন সাহা	গবেষণা কর্মকর্তা
১২।	মিজ সুরাইয়া সাবরিনা	গবেষণা কর্মকর্তা
১৩।	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	গবেষণা কর্মকর্তা
১৪।	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান	গবেষণা কর্মকর্তা (সি.সি.)
১৫।	জনাব মোঃ আকিবুল হক	গবেষণা কর্মকর্তা (সি.সি.)
১৬।	মিসেস নাহিদা সুলতানা রত্না	পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী
১৭।	সৈয়দ জায়েদ-উল-ইসলাম	পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী
১৮।	জনাব ফিরোজ আহমেদ	পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী
১৯।	জনাব মোঃ রিপন মিয়া	পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী
২০।	জনাব মোঃ শহীদ উদ্দিন	পরিসংখ্যান তথ্যানুসন্ধানকারী